যুগান্তর

তারিখ ... 07 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবির অধ্যাপক ড. আজিজের নিরাপত্তায় পাঁচ পুলিশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

হত্যার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমানের নিরাপত্তায় পুলিশের পাঁচ সদস্যের একটি দল নিয়োজিত করা হয়েছে। গত ২ মে সোমবার রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে ড. আজিজের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। এর আগে এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোরখা পরায় ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

ঢাবির অধ্যাপক ড. আজিজের নিরাপত্তায় পাঁচ পুলিশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেয়ার অভিযোগ আনে বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ।

অধ্যাপক আজিজুর রহমান বলেন, 'আমি বোরখা পরার অভিযোগে কোনো ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করিনি। এটি জামায়াত-শিবির চক্রের ষড়যন্ত্র। তারা পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ অভিযোগটি এনেছে। তারা চাচ্ছে, এমন অভিযোগ এনে বড় একটি ইস্যু বানিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে। সেই অনুযায়ী তারা এমন অভিযোগ এনেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে জীবননাশের হুমকির ঘটনায় আমি ও আমার পরিবার চরমভাবে উদ্বিগ্ন।'

শুক্রবার বিকালে অধ্যাপক আজিজের ফুলার রোডের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, বাসার নিচে পুলিশের দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল অবস্থান করছেন। পরে বাসার গেট থেকে পশ্চিম দিকে লিফটের সামনে গিয়ে দেখা মেলে পুলিশের একজন সহকারী উপপরিদর্শকের (এএসআই)। লিফটের মাধ্যমে সাততলা বাসার উপরে উঠে দেখা যায় সেখানেও দুই পুলিশ সদস্য অবস্থান করছেন।

এ সময় কথা হয় শাহবাগ থানার এএসআই আতিউর রহমানের সঙ্গে। তিনি যুগান্তরকে বলেন, দুই শিফটে পুলিশ সদস্যরা অধ্যাপক আজিজের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছেন। বাসার নিচে দু'জন, ফ্ল্যাটের সামনে দু'জন এবং তাদের তদারকিতে একজন কর্মকর্তাসহ প্রতিটি শিফটেই পাঁচজন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকছেন। এ ছাড়া ভবনের বাইরেও পুলিশের একজন কর্মকর্তাসহ পুলিশের সাত সদস্যের একটি টিম দায়িত্ব পালন করছে।

পরে অধ্যাপক আজিজের সঙ্গে দেখা করলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, '২ মে রাত থেকে পুলিশের ৫ সদস্যকে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। ধর্মান্ধ, মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে এ নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে গেলেও পুলিশকে অবহিত করতে বলা হয়েছে। সেখানেও তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে।' পুলিশ সদস্যরা কতদিন থাকবেন— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্ধারিত কোনো সময়ের জন্য তাদের দেয়া হয়নি। এটি সময় ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।

নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নই। আমার বয়স হয়েছে। তাই আমি নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করছি না। আমি চাই দেশের ১৬ কোটি মানুষের নিরাপত্তা। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। মুক্তচিন্তার মানুষের ওপর হামলা ও হুমকি দেশের অগ্রগতির পক্ষে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।' দেশে চলমান হত্যাকাণ্ড বন্ধে এবং ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবি করে এ প্রবীণ অধ্যাপক বলেন, 'যারা মুক্তমনা মানুষের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার না করে উল্টো যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তাদেরকে দোষারোপ করে সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। এ ধরনের বক্তব্য মৌলবাদীদের উৎসাহিত করে। আমরা চাই সরকার এ ধরনের বক্তব্য দেয়া বন্ধ করে নৃশংস এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবে।